International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 30-38
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.265

মানস প্রত্যক্ষে মনের বহিরিন্দ্রিয়ের নিরপেক্ষতার বিভ্রান্তি: ন্যায়দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

সুস্নিগ্ধা নাথ
রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 30.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This paper critically examines the concept of the independence of the mind (manas) from external sense organs in mental perception (mānasa pratyakṣa) within the framework of Nyāya–Vaiśeṣika philosophy. Classical Nyāya posits the mind as an internal organ, atomic, eternal, and distinct, functioning as the necessary mediator between the self and the senses. It is held to be independent in apprehending internal states such as pleasure, pain, desire, and aversion, without requiring the assistance of external sense organs. However, this study problematizes such a claim of complete independence. Through a philosophical and analytical method, drawing upon primary texts like Tarkasaṃgraha, Nyāya Sūtra, and their commentaries, the paper argues that mental perception is not entirely free from the influence of external sensory experience. Even though internal cognition appears immediate, its content is often shaped by prior sensory inputs, memory traces, and experiential impressions derived from the external world. By examining cases such as sensory deprivation, imagination, and memory, it is demonstrated that mental states are indirectly conditioned by external perception. The paper further situates this debate within broader Indian philosophical discussions on the nature of mind across Sāṃkhya, Yoga, Vedānta, and Buddhist traditions. Ultimately, the study concludes that the Nyāya claim of the mind's complete independence in mental perception is philosophically untenable, and that a relational model – acknowledging the interdependence of internal and external faculties – offers a more coherent explanation of cognition.

Keywords: Nyāya–Vaiśeṣika, Manas, Mental Perception, External Sense Organs, Indian Philosophy, Cognition

মানব অভিজ্ঞতার একটি অন্যতম মৌলিক উপাদান হলো মন। মনের মাধ্যমে আমরা জাগতিক প্রায় সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে থাকি। মনের মাধ্যমে আমরা জগতকে জানি, চিন্তা করি, অনুভব করি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। প্রাচীনকাল থেকেই মনের স্বরূপ ও কার্যকলাপ নিয়ে দার্শনিকরা গভীরভাবে আলোচনা করে আসছেন। পাশ্চাত্য ও ভারতীয় উভয় দর্শনই মনের ধারণাকে স্বতন্ত্রভাবে অনুধাবন করেছে। মনের ধারণাটি মূলত দ্বৈতবাদ বস্তুবাদ এবং ভাববাদের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সময় থেকে "মন" আত্মার সাথে সম্পর্কিত জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হয়েছে আসছে। "আমি চিন্তা করি, তাই আমি অস্তিত্বশীল" এই উক্তির মাধ্যমে দেকার্ত মনকে আত্মপ্রত্যয় এবং জ্ঞানের প্রথম উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মতে মন ও দেহ সম্পন্ন ভিন্ন সত্তা। হিউম, লক ও বার্কলের মত অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকরা মনের অভিজ্ঞতামূলক উৎসগুলি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে মনকে মস্তিষ্কের

জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় দর্শনে মনকে কেবল জ্ঞানলাভের মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করা হয়নি, আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হিসেবেও বিবেচিত হয়েছে। চার্বাক ব্যতীত প্রায় সকল ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় মনকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হিসেবে স্বীকার করে। ন্যায়দর্শনে মনকে নিরপেক্ষ ও সুখাদি উপলব্ধির সাধন ইন্দ্রিয় রূপে স্বীকার করা হয়েছে, যা নিত্য, অনু পরিমান ও অসংখ্য।

যাইহোক, বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় হল ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় স্বীকৃত মানস প্রত্যক্ষে মনের বহিরিন্দ্রিয়ের নিরপেক্ষতা। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে মনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ এবং মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে (সুখাদি) বহিরিন্দ্রিয়ের নিরপেক্ষ বলে স্বীকার করা হয়েছে। বাহ্য প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যেমন চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের ভূমিকা আবশ্যিক, মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের কোনো বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। তাই মানস প্রত্যক্ষকে বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বলে স্বীকার করা হয়েছে। এখানে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো যে, মন সম্পর্কে বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষতার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত নয় বা বিভ্রান্তিমূলক। মানস প্রত্যক্ষের (সুখ, দুঃখ ইত্যাদি প্রত্যক্ষের) ক্ষেত্রে মন নিরপেক্ষ বা স্বাধীন নয়, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বহিরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় দর্শনে মন হল একটি মৌলিক তাত্ত্বিক উপাদান, যা জ্ঞানতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক অন্বেষণের কেন্দ্রীয় বিষয়। ভারতীয় দর্শনে মন কেবলমাত্র একটি মানসিক উপাদান নয়, জ্ঞান ও মুক্তির পথে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মন একপ্রকার অন্তঃকরণ। সাংখ্য দর্শনে, মন (চিত্ত) হল প্রকৃতির অন্তর্নিহিত নীতি (তত্ত্ব) এবং চব্বিশটি উপাদানের একটি। চেতনার অধিকারী পুরুষের (আত্মা) কাছে মন বস্তুগত (জড়) হলেও পুরুষে তার প্রতিফলন রয়েছে। যোগদর্শনে মনকে চেতনার বিশুদ্ধ উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ, মনকে নিয়ন্ত্রণের (চিত্তবৃত্তিনিরোধ) মাধমেই চেতনার বিশুদ্ধ উপলব্ধি সম্ভব।

ন্যায়দর্শনে, মন হল অনু দ্রব্য (বস্তু), যা ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযুক্ত করে। এই মতে, মন একদেশী, অর্থাৎ এক সময়ে একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। মন নিজে কোনো জ্ঞান সৃষ্টি করে না, কিন্তু তার সহানুভব ছাড়া কোনো অভিজ্ঞতা সম্ভব নয়। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে মন হল একটি উপাধি (upādhi)—আত্মার উপর আরোপিত এক অব্যবস্থিত উপাদান, যা মায়ার অংশ। যতক্ষণ মন সক্রিয় থাকে, জীব আত্মাকে একটি পৃথক সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করে; মনকে অতিক্রম করাই মুক্তির চাবিকাঠি। বৌদ্ধদর্শনে মন হল চিত্ত ও চৈত্ত উপাদান দ্বারা গঠিত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া (stream of consciousness), যা প্রতিক্ষণ পরিবর্তিত হয়। এটি কোনো স্থায়ী সত্তা নয়। পঞ্চস্কন্দের (pañcaskandha) একটি হল মন।

ভারতীয়দর্শনে আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে অন্যতম দর্শন সম্প্রদায় হলো ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়। ন্যায়-বৈশেষিক মতে যে সাতটি পদার্থ (দ্রব্য, গুন্, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব) স্বীকার করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্য হলো নয়টি এবং তার মধ্যে নবম বা অন্তিম দ্রব্য পদার্থ হলো মন। অন্নংভট্ট *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে বলেছেন–

"তত্র দ্রব্যাণি পৃথিব্যপ্তেজোবায়কাশকালদিগাত্মমনাংসি নবৈব" ।। ৩ ।।[১]

অর্থাৎ, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ দিক, কাল, আত্মা ও মন এই নয়টি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম ও নবম দ্রব্য হলো মন। এ প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম তাঁর *ন্যায়সূত্রে* বলেছেন-

[১] নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, *তর্কসংগ্রহ*, পৃ. ১৭

"যুগপজ্ জ্ঞানানুৎপত্তির্ম্মনসো লিঙ্গম্" ।। ১৬।।[২]

অর্থাৎ, একই সময়ে একাধিক জ্ঞানের অনুৎপত্তি দ্বারাই মনকে জানা যায়। একটি ইন্দ্রিয় একইসময়ে একটি বিষয়ের জ্ঞানই লাভ করতে পারে, তা মনের জন্যই। কারণ মন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে থাকে। 'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে বিশ্বনাথ মনের যে লক্ষণ করেছেন তা হলো: "ইদানীং ক্রমপ্রাপ্তং মনো নিরুপয়িতুমাহ- সাক্ষাৎকার ইতি। এতেন মনসি প্রমানং দর্শিতম্। তথাপি সুখ-সাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ জন্য-সাক্ষাৎকারত্বাত্ চাক্ষুষ সাক্ষাৎকারবদিত্যনুমানেন মনসঃ করণসিদ্ধি .... ইত্যাদি"।[৩] অর্থাৎ, ক্রমপ্রাপ্ত মন নিরুপন করতে গিয়ে বলেছেন সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। মনকে সুখাদি সাক্ষাৎকারের করণ বলায় মনে প্রমান প্রদর্শিত হলো। সেই প্রমাণ হল সুখ সাক্ষাৎকার সকরণক, যেহেতু তা জন্য সাক্ষাৎকার, যেমন চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। কেশবমিশ্র *তর্কভাষা* গ্রন্থে মনের যে লক্ষণ করেছেন-

"সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ। তচ্চাণুপরিমানম্ হৃদয়ান্তর্বর্তী"।[৪]

অর্থাৎ, 'মনস্যতি অনেন ইতি মনঃ'- যার দ্বারা মনন করা হয়, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগৃহীত গুনের গ্রহণ করা হয় তা হলো মন। এই বুৎপত্তি অনুসারে মনের লক্ষণে যা বলা হয়েছে- যে ইন্দ্রিয় সুখদুঃখাদির উপলব্ধির সাধন করে তাই হলো মন এবং এই মন হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে থাকে। অন্নংভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ* গ্রন্থে মনের যে লক্ষণ করেছেন তা হল–

"সুখাদ্যুপলব্ধিসাধনমিন্দ্রিয়ং মনঃ। তৎ চ প্রত্যাত্মনিয়তত্বাদনন্তং পরমাণুরূপং নিত্যং চ"।[৫]

অর্থাৎ, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি উপলব্ধির সাধন যে ইন্দ্রিয় তা হলো মন। এই মন আত্মামাত্রতেই নিয়ত অবস্থান করে বলে মন সংখ্যায় অনন্ত। প্রত্যেক আত্মার জন্য একটি করে মন স্বীকার্য। অতএব মন অন্তহীন আবার দ্রব্য পদার্থ মন পরিমানে পরমাণুর ন্যায় এবং মন যেহেতু পরমাণু স্বরূপ তাই মন নিত্য দ্রব্য।

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধ হয়ে ৎসকে তাই হলো মন। সুখাদি বিষয়গুলির উপলব্ধ হওয়ার জন্য একটি ইন্দ্রিয় আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, তা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় হলে চলবে না, কারণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। সুখাদি বিষয়গুলি হলো অন্তর্বিষয় তার প্রত্যক্ষের জন্য আমাদের একটি ইন্দ্রিয় প্রয়োজন, তা হলো মন। সকল মানসপ্রত্যক্ষে মন হলো করণ আর সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন হলো কারণ। প্রত্যেক আত্মার জন্য একটি করে মন অবশ্যই প্রয়োজন তাহলে আত্মা যেমন অসংখ্য সেরকম মনও অসংখ্য। আত্মাতে যে সকল গুন্ থাকে সেই গুনগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষযোগ্য গুণগুলি হলো বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা দ্বেষ ও প্রযত্ন। একথা আমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়তা অবশ্যই প্রয়োজন। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ভারতীয় দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। ন্যায়বৈশেষিক মতে, চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্তরিন্দ্রিয় মনের সহায়তা আবশ্যিক প্রয়োজন। কিন্তু বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তা ছাড়াই মন মানস প্রত্যক্ষ করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো - বহিরিন্দ্রিয় ছাড়া কি মন সত্যি ই কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে? অন্নমভট্ট তাঁর *তর্কসংগ্রহ-দীপিকায়* মনের একটি অন্য লক্ষণ করেছেন। দীপিকায় প্রদত্ত লক্ষণটি হলো-

"স্পর্শরহিতত্বে সতি ক্রিয়াবত্ত্বং মনসো লক্ষণম্"।[৬]

---

[২] ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড), পৃ. ২২১

[৩] শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, *ভাষাপরিচ্ছেদ,* পৃ. ৪৮১-৪৮২

[৪] শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, *তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৯

[৫] নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা, পৃ. ৮২

[৬] অরবিন্দ বসু, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা), পৃ. ৮২

অর্থাৎ, যে দ্রব্যটি স্পর্শরহিত ও ক্রিয়াশীল তারই নাম মন। যে নয়টি দ্রব্য ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্বীকৃত তার মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন- এই পাঁচটি দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে কিন্তু পৃথিবী জল তেজ বায়ু হলো স্পর্শগুন বিশিষ্ট অর্থাৎ এই উক্ত পাঁচটি দ্রব্যের মধ্যে স্পর্শরহিত ও ক্রিয়াশীল হলো একমাত্র মন। আবার মন নামক নবম দ্রব্যের ঠিক আগের যে চারটি দ্রব্য রয়েছে যথা আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা এদের স্পর্শগুনও নেই আবার ক্রিয়াশীল ও নয় অর্থাৎ নয়টি দ্রব্যের মধ্যে প্রথম আটটি দ্রব্যের সঙ্গে মনের কোনো সাদৃশ্য নেই অর্থাৎ মনের লক্ষণটি অন্য কোনো দ্রব্যের ক্ষেত্রে কখনোই থাকে না অর্থাৎ কোনো দোষ ঘটছে না ফলে লক্ষণটিকে নির্দোষ বলা যায়।

তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে মনের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা থেকে মনের যে সাধারণ যে গুণগুলি আলোচ্য তা হলো- মন সংখ্যায় অসংখ্য, মন অধিষ্ঠান হৃদয়ে,মন হলো নিত্য দ্রব্য, মন হলো অণুপরিমান, অণুপরিমান মনের সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ আগে হবে তা কিভাবে নির্ণীত হবে? বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ কিভাবে হয়? কেনই বা এই সংযোগের প্রয়োজন? একই সময়ে একাধিক জ্ঞান একই আত্মাতে উৎপন্ন হতে পারে না কেন? ইত্যাদি। একে একে বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ এবং মানস প্রত্যক্ষে বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষতার কিছু বিভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক।

মনের সংজ্ঞাতেই বলা আছে, প্রত্যেক আত্মার জন্য একটি করে আত্মা অবশ্য স্বীকার্য। প্রত্যেক দেহে একটি করে আত্মা বর্তমান অর্থাৎ আত্মার সংখ্যা অসংখ্য। প্রত্যেক আত্মার জন্য একটি করে মন প্রয়োজন হলে মনও সংখ্যায় অসংখ্য তা স্বীকার করতেই হবে। যতক্ষণ না আত্মার মুক্তি হয় ততক্ষন অব্দি আত্মার সঙ্গে মনের সম্বন্ধ থাকে। যখন আত্মার মুক্তি ঘটে তখন মন নিরর্থক হয়ে যায়। এই অবস্থায় মনকে ষন্ড মন, নপুংসক মন প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। তবে কখনও কখনও এই নপুংসক মনকে যোগীরা অতিশীঘ্র মুক্তিলাভের কাজে লাগিয়ে থাকেন।[৭]

মন যেহেতু একটি দ্রব্য, তার কোনো না কোনো পরিমান থাকবেই। সেই পরিমান হয় বিভূপরিমান অথবা মধ্যম পরিমান অথবা অণুপরিমান। আমরা জানি বিভু পরিমানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আকাশ, দিক, কাল ও আত্মা নামক দ্রব্যে। মধ্যম পরিমানের দৃষ্টান্ত পাই প্রত্যক্ষগোচর দ্রব্যসমূহে আর অণুপরিমানের দৃষ্টান্ত পাই ভূত পরমাণুতে। তাহলে দেখা যাক মনকে বিভু পরিমান বলা যায় কিনা। কোন কোনো সম্প্রদায় যেমন ভাট্ট মীমাংসক ও পতঞ্জল সম্প্রদায় মনকে বিভু বলেছেন।[৮] তাদের মতে মনের বিভুত্বসাধক অনুমানটি হলো-

"মনঃ বিভু স্পর্শরহিত্বাৎ আকাশাদিবৎ"।[৯]

অর্থাৎ, যেহেতু মনও আকাশের ন্যায় স্পর্শরহিত বা স্পর্শশুন্য দ্রব্য, তাই আকাশ যেহেতু বিভু তাই মনও বিভু। উক্ত অনুমানে মন পক্ষ, বিভুত্ব সাধ্য, স্পর্শরহিতত্ব হেতু এবং আকাশ, দিক, কাল, আত্মা উদাহরণ। অর্থাৎ, স্পর্শশুন্য দ্রব্য বিভু হয়, যেমন- আকাশাদি স্পর্শশুন্য হওয়ায় বিভু দ্রব্য, মন ও স্পর্শশুন্য তাই বিভু দ্রব্য- এই পূর্বপক্ষের উত্তরে অন্নংভট্ট *দীপিকাটীকায়* মনের বিভুত্ব খণ্ডন করে বলেছেন মনকে বিভু পরিমান বা বৃহত্তর পরিমান বা মহত্তর পরিমানবিশিষ্ট বলা যায় না, কারণ মন যদি বিভু বা সর্বব্যাপী দ্রব্য হত, তাহলে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ কখনোই হতো না। আত্মার মতো মনও বিভু হলে উভয়ের সংযোগ হওয়া সম্ভব নয়, যেহেতু দুটি বিভু দ্রব্য বা সর্বব্যাপী দ্রব্যের মধ্যে সংযোগ ন্যায়-বৈশেষিক মতে স্বীকৃত নয়। কেননা বিভু দ্রব্যে

---

[৭] শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, *তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৬০

[৮] শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, পৃ. ২১৯

[৯] নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ দীপিকা, পৃ. ২০২

ক্রিয়া সম্ভব নয়, বিভু দ্রব্য ব্যাপক বা সর্বত্র বর্তমান থাকায় তাতে ক্রিয়া হয় না আর ক্রিয়া যদি না হয় তাহলে আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব হবে না। তাহলে যদি আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ ই না হয় তাহলে জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে আত্মমনোসংযোগ রূপ অসমবায়ী কারণের অভাবের জন্য জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হবে না- একথা স্বীকার করে নিতে হবে, কেননা ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ে এটা স্বীকৃত যে, প্রত্যেক ভাবকার্যের একটি করে অসমবায়ী কারণ থাকবেই, জ্ঞান যেহেতু একটি ভাবকার্য তারও একটি অসমবায়ী কারণ থাকতে হবে। ন্যায়মতানুযায়ী, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অসমবায়ী কারণ হলো আত্মমনোসংযোগ। মন নামক দ্রব্য কে বিভু বললে যেহেতু আত্মমনোসংযোগ সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ আত্মমনোসংযোগ এর উৎপত্তির অভাবের জন্য বা উপপত্তির জন্য মনকে বিভু বলা যাবে না। আরও বলা যায়, মনকে বিভু দ্রব্য বলে স্বীকার করলে সুষুপ্তি কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না যেহেতু ন্যায় মতে সুষুপ্তি হলো অ-জ্ঞান অবস্থা, সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মায় কোন জ্ঞান হয় না। কিন্তু মনকে যদি বিভু বলে স্বীকার করা হয় এবং যদি দুটি বিভু দ্রব্যের সংযোগ স্বীকার করে নেওয়াও হয় তাহলে সেই সংযোগ হবে নিত্য সংযোগ। নিত্য সংযোগ হলে আত্মা কোনো সময়েই জ্ঞানরহিত অবস্থায় থাকতে পারবে না অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায়ও আত্মায় জ্ঞান থাকবে- একথা স্বীকার করে নিতে হবে। কিন্তু ন্যায় মতে সুষুপ্তি অজ্ঞান অবস্থা- অতএব মনকে বিভু বলে স্বীকার করা সঙ্গত নয়।

এবার দেখা যাক, মনকে মধ্যম পরিমান বলা যায় কিনা? মনকে মধ্যম পরিমান বলেও স্বীকার করা যায়না, কেননা যা মধ্যম পরিমান (প্রত্যক্ষযোগ্য, অবয়ববিশিষ্ট) তা অনিত্য। মধ্যম পরিমান বস্তু মাত্রই অবয়ববিশিষ্ট আর অবয়ববিশিষ্ট মানেই তার উৎপত্তি আছে, উৎপত্তি আছে মানেই তা অনিত্য অর্থাৎ তার অবয়ববিশিষ্ট সমবায়ী কারণ ও অবয়বসংযোগরূপ অসমবায়ী কারণ থাকবে। কারণ এই দুটি কারণ নাশেই অনিত্য দ্রব্যের ধ্বংস হয়ে থাকে। কিন্তু মন নিরবয়ব দ্রব্য, নিরবয়ব দ্রব্য মানেই তা নিত্য দ্রব্য। তাই নিরবযব দ্রব্যে কখনও উক্ত দুটি কারণ থাকতে পারে না। তাই মনকে মধ্যম পরিমান ও বলা যায় না। আরও বলা যায় যে, মধ্যমপরিমান বলতে যদি প্রত্যক্ষযোগ্য অবয়ববিশিষ্ট দেহপরিমান বোঝানো হয় তাহলে মেনে নিতে হবে ওই দেহপরিমান মনের সঙ্গে সকল ইন্দ্রিয়ের একসঙ্গে সংযোগ হবে। কিন্তু একসঙ্গে সকল জ্ঞানের উৎপত্তি যেহেতু হতে পারে না তাই মনকে মধ্যম পরিমান বলাও সঙ্গত হবে না।

অন্নংভট্ট *দীপিকাটীকায়* বলেছেন মনকে বিভুপরিমান বা মধ্যমপরিমান বলা কোনোভাবেই সঙ্গত নয়। অতএব মনকে অনু পরিমান বলতে হবে। কেননা মন কে মধ্যম পরিমান না বললে অর্থাৎ অনু পরিমান বললে মনের নিত্যতা প্রমাণিত হয়। আবার বিভু পরিমান না বললে আত্মমনোসংযোগের ক্ষেত্রে সিদ্ধতার কোন অভাব না থাকায় ভাবকার্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসমবায়ী কারণ আত্মমনোসংযোগ অসম্ভব না হওয়ায় এবং জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশের উপপত্তি সম্ভব হয়, সুষুপ্তির ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা বজায় থাকে। তাই মনকে অনু পরিমান বলাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা আমরা জানি দুটি দ্রব্যের সংযোগ সাধারণত ক্রিয়া সাপেক্ষে হয়ে থাকে, যেমন- একটি পাখি উড়ে এসে গাছের ডালে বসলে গাছের সঙ্গে পাখির সংযোগ হয়। ক্রিয়ার মাধ্যমেই একটি দ্রব্য অন্য দ্রব্যের সঙ্গে সংযুক্ত বা মিলিত হয়ে থাকে। একটি দ্রব্য (আত্মা) বিভু ও অন্য দ্রব্য (মন) অণুপরিমান হওয়ায় আত্মমনোসংযোগ সম্ভব হয়। মন অণুপরিমান বলেই পুড়ীতৎ নাড়িতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সুষুপ্তিকালে মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগের অভাব থাকে তখন মন পুড়ীতৎ নাড়িতে অবস্থান করে। যখন পুড়ীতৎ নাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে তখনই আত্মমনোসংযোগ হয় এবং আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সুতরাং মন অণুপরিমান বিশিষ্ট তা স্বীকার করতেই হবে। কারণ হিসেবে আরও বলা যায় যে, মন যদি অণুপরিমান না হয় অর্থাৎ বিভু বা মধ্যম পরিমান হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে মন একইসঙ্গে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেও সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে, কিন্তু বাস্তবিক তা সম্ভব নয়। যদিও অনেকসময় আমাদের মনে

হয় মন একইসঙ্গে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করছে , কিন্তু আদতেও তা সম্ভব নয়। যখন যে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সন্নিকর্ষ বা সংযোগ হয় তখন মন সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। আমরা যখন সুস্বাদু কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তখন জিহ্বা ইন্দ্রিয় খাদ্যদ্রব্যটির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং আমরা রাসন প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। অনুরূপভাবে, নাসিকা ইন্দ্রিয় গন্ধের সঙ্গে, ত্বকেন্দ্রিয় স্পর্শের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে। একাধিক ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান একসঙ্গে হতে পারে না। মনের অতি দ্রুতগামীতার জন্য আমাদের এমন প্রতীতি হয়ে থাকে। যেমন- যদি পঞ্চাশটি পাতাকে পর পর সাজিয়ে একটি সুচ দ্বারা বিদ্ধ করা হলে, মনে হতে পারে একই ক্ষনেই পঞ্চাশটি পাতা বিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না।বিষয়টি হলো প্রথম ক্ষনে প্রথম পাতাটি, দ্বিতীয় ক্ষনে দ্বিতীয় পাতাটি, এভাবে পঞ্চাশতম ক্ষনে পঞ্চাশ নম্বর পাতাটি বিদ্ধ হয়েছে। আবার টেলিভিশন দেখার সময় ও আমাদের একইসঙ্গে দর্শন ও শ্রবণ হয় বলে মনে হওয়ার ভ্রম আমাদের হয়ে থাকে। আবার মন যেহেতু অণুপরিমান তাই এ প্রসঙ্গে অন্যমনস্কতার ব্যাখ্যা দেওয়াও সহজ হয়। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ খুবই প্রাসঙ্গিক বলা যায়- কোনো অধ্যাপক যখন শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের দিকে তাকিয়ে পড়ান, অনেকসময় এমন হয় কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বলে বিষয়টি আর একবার বলার জন্য। তখন অধ্যাপক সহজেই বুঝতে পারেন ওই বিষয়টি বলার সময় ছাত্র/ছাত্রীটি অন্যমনস্ক ছিল অর্থাৎ হয়তো সে নোট করছিলো বা অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে তার মনসংযোগ ছিল। এই অন্যমনস্কতা যাতে না ঘটে তাই প্রায়সময়ই শিক্ষক পড়ানোর সময় ছাত্রছাত্রীদের শুধুই মন দিয়ে শুনতে বলেন, লেখা বা অন্য কাজ বন্ধ রাখতে বলেন। যাতে ছাত্রছাত্রী ভালভাবে মনঃসংযোগ করতে পারে। অর্থাৎ, মন একই সময়ে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সামনে উপস্থিত থাকলে মন কোন বিষয়ের সাথে প্রথমে তার সংযোগ ঘটাবে তা নির্ণয় হবে কীভাবে?

মন হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করলেও আবশ্যকতা অনুসারে শরীরের বিভিন্ন অংশে গমন করে থাকে। মনের দ্রুতগামীতার কোনো তুলনায় হয় না। তবে মনের সঙ্গে চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ তা ক্রমানুসারেই হয়ে থাকে অর্থাৎ একসঙ্গে হয় না। কোন ইন্দ্রিয়ের সাথে সংযোগ আগে হবে তা আত্মার ইচ্ছা অনুসারে নির্ধারিত হয় এবং সেই অনুসারেই জ্ঞানোৎপত্তি হয়ে থাকে। আত্মার ইচ্ছা ও প্রযত্ন অনুসারেই মন নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলির মধ্যে যে ব্যক্তির যে বিষয়ে আগ্রহ তার সে বিষয়ে সংযোগ আগে হবে। যেমন- যে ব্যক্তি সংগীতপ্রেমী তার শ্রবনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ আগে হবে। যে ব্যক্তি শীতকাতর তার শৈত্যের অনুভুতি আগে হবে। এভাবেই মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়ে থাকে। এই ক্রমের উপপত্তির জন্যই মনের অনুত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

মনের সঙ্গে বহিরিন্দ্রিয়ের এই সংযোগ হয় কিভাবে হয়? কেনই বা এই সংযোগের প্রয়োজন? বা আমাদের জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এই সংযোগের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ন্যায়-বৈশেষিক মতে যে ছয়টি ইন্দ্রিয় স্বীকৃত তার মধ্যে চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যিক জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে। তবে কেবল বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো জ্ঞানলাভই সম্ভব নয়। কেননা ন্যায় বৈশেষিক মতে, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করতে হলে যে পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তা হলো আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং তারপর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়ের সংযোগ- হলে তবে বাহ্যবিষয় এর প্রত্যক্ষ হয়। অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনে ভূমিকা আবশ্যিক। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় মনের সাহায্য ছাড়া কখনোই স্বকার্য সম্পাদন করতে পারে না। এই আত্মমনোসংযোগ বিশেষভাবে প্রয়োজন। কারণ এই সংযোগ ছাড়া কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞানই সম্ভব হবে না। তাহলে দেখা গেল বাহ্যেন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয় মনের সহায়তা ছাড়া কোনো কার্য সম্পাদন করতে পারে না অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়ের জ্ঞান অন্তরিন্দ্রিয় মনের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু প্রশ্ন হলো- বাহ্যেন্দ্রিয় যেমন তার স্বকার্য সম্পাদনের জন্য মনের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, অন্তরিন্দ্রিয় মনও কি তেমনই স্বকার্য সম্পাদনের জন্য চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের উপন নির্ভরশীল নাকি মন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ? ন্যায়-বৈশেষিক মতে, মনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বলা হয়েছে অর্থাৎ মন নামক অন্তরিন্দ্রিয় তার স্বকার্য সম্পাদনের জন্য বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হয়েই সুখদুঃখাদি স্বগ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন করতে পারে। মন বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহায়তা না করলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়না আবার মন তার স্বকার্য সম্পাদনের জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বলে ন্যায় বৈশেষিক মতে, মন কে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও সুখাদি অন্তরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই মনের ভূমিকা আবশ্যিক। তাই মন শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

বাহ্যপ্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের সহায়তা যে অত্যন্ত জরুরী- এই বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক মতের সঙ্গে সহমত হলেও অন্তরিন্দ্রিয় মন সম্পূর্ণভাবে বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ কি না এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কেননা মন নিজে কোনো প্রাথমিক জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। জন্মের পর থেকেই যে ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা বাহ্যন্দ্রিয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যদি বাহ্যেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান কোনো ব্যক্তির না হত, তাহলে সুখদুঃখাদি প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয় জন্য অনুভূতি হতো কি? এ বিষয়ে কিছু যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করি-

- অন্তরিন্দ্রিয় মনের যে সুখ, দুঃখাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায় তার উৎস কি? উত্তরে বলা যায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে হলেও মানস প্রত্যক্ষ বহিরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তির যদি জন্মান্ধ ও বধির হয় তাহলে কি তার মনে প্রকৃতি দর্শনের আনন্দানুভূতি বা সংগীত শ্রবণের আনন্দানুভূতি হতে পারে? নিশ্চয়ই না। কেননা সুখদুঃখাদি অনুভুতিগুলি কিভাবে হয়ে থাকে? বাহ্যেন্দ্রিয় জন্য বিভিন্ন কাম্যবস্তু প্রাপ্তি থেকে বা কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তি থেকে। কোন ব্যক্তির যদি কোনো বাহ্য ইন্দ্রিয় কাজ না করে তাহলেও কি মানস প্রত্যক্ষ হতে পারে?
- আমাদের মানস প্রত্যক্ষের যে বিষয়গুলি যথা সুখ, দুঃখ, রাগ প্রভৃতির প্রায় সবই বহিরিন্দ্রিয় জন্য বাহ্য অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় জন্য বাহ্যিক সমস্থ ঘটনারই প্রতিক্রিয়া হল সুখদুঃখাদি বিষয়গুলি। মন নামক অন্তরিন্দ্রিয় চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে বাহ্যপ্রত্যক্ষ করে থাকে, এই বাহ্য প্রত্যক্ষের ফলে আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের প্রত্যক্ষজনিত সুখদুঃখাদির অনুভব হয়ে থাকে। তাহলে মন নামক অন্তরিন্দ্রিয়ের অনুভূতির মাধ্যম কোন না কোনভাবে বহিরিন্দ্রিয় তা কোন ভাবেই অস্বীকার করা যায় না।
- যদি ধরেও নি যে, কোনোকিছুর স্মৃতি থেকে বা কল্পনা থেকে বা কোনো চিন্তন থেকে কোনো ব্যক্তির সুখানুভুতি দুঃখানুভুতি হয়ে থাকে। তাহলে তা কেবলমাত্র মানস প্রত্যক্ষের ফলেই অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষভাবেই হয়ে থাকে- এমনটা প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখাদি প্রভৃতি অনুভূতি কখনোই বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হতে পারে না। কেননা কোনো বিষয়ের স্মৃতি জন্য যে মানস প্রত্যক্ষ হয় তার পেছনে বহিরিন্দ্রিয়ের ভূমিকা কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা স্মৃতি হলো কোন না কোনো সময় বাহ্যন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঘটা কোন অনুভব যা ব্যক্তির মনে সংস্কার রূপে ছিল। এই সংস্কার থেকেই মানস প্রত্যক্ষের বিভিন্ন অনুভুতি হয়ে থাকে। আবার কল্পনার ক্ষেত্রেও আমাদের সেই বিষয়ের সরাসরি অনুভব না হলেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞানলাভ করা কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা কে মনে মনে সংযুক্ত করে

কাল্পনিক আকার ধারণ করে রাগ বা ভয় বা আনন্দ প্রভৃতি মানস প্রত্যক্ষের কারণ হয়। তাহলে এক্ষেত্রেও বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না বলেই মনে হয়।

সকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যা বলতে পারা যায় তা হলো - চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য স্ব স্ব বিষয়ের জ্ঞান হতে গেলে যেমন আবশ্যিকভাবে মনের সহায়তা প্রয়োজন অর্থাৎ মনের সহায়তা ব্যাতীত কোনো বাহ্য প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় ঠিক তেমনই মন বা অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বা মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণভাবে বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষতা কোনোভাবেই স্বীকার করা যায় না। মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সরাসরিভাবে না হলেও অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও বহিরিন্দ্রিয়ের সহায়তা অস্বীকার করা যায় না।কোনো ব্যক্তির যদি কোনো বহিরিন্দ্রিয়ের অনুভূতি না থাকে তাহলে কিকরে তার মানস প্রত্যক্ষের অনুভূতি হতে পারে? দর্শনানুভুতি না থাকলে দর্শনজনিত (সুখ বা দুঃখ বা রাগ) কোনো মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হবে না, শ্রবনানুভূতি না থাকায় শ্রবণজনিত কোনো মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হবে না, স্পর্শানুভূতি না থাকায় স্পর্শজনিত কোনো মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হবে না, গন্ধনানুভুতি না থাকায় গন্ধজনিত কোনো মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হবে না অনুরূপভাবে, স্বাদানুভূতি না থাকায় স্বাদজনিত কোনো মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হবে না- তাহলে তার মানস প্রত্যক্ষ হবে কি? আবার যদি ধরে নি কোনো ব্যক্তি ধ্যান, চিন্তা, কল্পনা প্রভৃতি থেকে মানস প্রত্যক্ষানুভূতি হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রেও বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবদান স্বীকার করতেই হবে। বহিরিন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান না হলে কোনো ব্যক্তির বিষয় আসক্তি জন্মাবে না ফলে সুখদুঃখাদি অনুভূতিও হবে না অর্থাৎ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন উভয়ই একে ওপরের ওপর নির্ভরশীল বা একে ওপরের সাপেক্ষ। তাই মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনের বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত নয় বলেই মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র। অন্নমভট্ট বিরচিতঃ তর্কসংগ্রহঃ (অধ্যাপনাসহিতঃ)। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ

২. ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী। শ্রীমৎ পঞ্চানন। শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী। ভাষাপরিচ্ছেদ। কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।

৩. ন্যায়বেদান্তচার্য, শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপ ব্রহ্মচারী। তর্কসংগ্রহ (দীপিকাসহিত)। কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫।

৪. বসু, অরবিন্দ। অন্নংভট্ট বিরচিত তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা। কলকাতাঃ মিত্রম, ২০১৭।

৫. মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা (অনুবাদ)। অন্নংভট্ট-কৃত তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা। কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৮।

৬. কর ন্যায়াচার্য, শ্রীগঙ্গাধর। শ্রীকেশবমিশ্র বিরচিত তর্কভাষা (বঙ্গানুবাদ-বিবৃতিসহিতা) (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯।

৭. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (তৃতীয় খণ্ড)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৭।

৮. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।

৯. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৪।

১০. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ। ন্যায় পরিচয়। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৬।

১১. সিনহা, যদুনাথ। ইনট্রোডাকসন টু ফিলসফি। কলকাতা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ২০১৪।

১২. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ (গদ্যপদ্যাত্মক)। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।

১৩. রায় চৌধুরী, অনামিকা। তর্কসংগ্রহ (দীপিকাসমন্বিতঃ)। কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

১৪. বাগচী, দীপক কুমার। তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহদীপিকা (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)। কলকাতা, মিত্রম, ২০১৬।

১৫. Bhattacharyya, H. Foundations of Nyaya-Vaisheshika Philosophy. Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan, 1984.

১৬. Chatterjee, S. C., & Datta, D. M. An Introduction to Indian Philosophy. University of Calcutta, 1984.

১৭. Dasgupta, S. A History of Indian Philosophy (Vol. 1). Cambridge University Press. 1992.

১৮. Matilal, B. K. The Word and the World: India's Contribution to the Study of Language. Oxford University Press, 1990.

১৯. Mohanty, J. N. Classical Indian Philosophy. Rowman & Littlefield, 2000.